সফল সমবায় সমিতির তথ্য, সাতক্ষীরা।
"সুন্দরবন মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ"

ভুমিকাঃ

সাতক্ষীরা সদর উপজেলার সমবায় সমিতিগুলোর মধ্যে এটি একটি উল্লেখযোগ্য সফল মহিলা সমবায় সমিতি। এ সমবায় সমিতিটি প্রতিষ্ঠা হওয়ার ফলে এলাকার পিছিয়ে পড়া ও সুবিধাবঞ্চিত নারীরা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। নিজেদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে একত্রিত করে এ সমবায় সমিতিতে সম্পৃক্ত থেকে তারা তাদের অসহায় পরিবারে নতুনভাবে স্বচ্ছলতা ফিরিয়ে এনেছে। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ১০২৪ জন। সমিতির প্রত্যেকেই শেয়ার সদস্য। সমিতির পরিশোধিত শেয়ার মুলধণের পরিমান ৯,১২,৬০০/-টাকা।

সমিতি গঠনের প্রেক্ষাপট/ইতিহাস :

সামাজিক অসাম্যতা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে এলাকার মানুষকে সংগঠিত করে সমবায়ের মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টি, আয়বর্ধক কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র বিমোচনসহ সর্বোপরি নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ''দশে মিলে করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ" এই শ্লোগানে উজ্জীবিত হয়ে সাতক্ষীরা সদর উপজেলায় নানা বৈষম্যের শিকার ও পিছিয়ে পড়া মহিলাদের নিয়ে সমাজসেবা মূলক একটি প্রতিষ্ঠান আত্মপ্রকাশ করে। প্রথমদিকে সমিতি কয়েকজন সদস্য নিয়ে যাত্রা শুরু করে। সাতক্ষীরা জেলার সদর উপজেলাধীন সাতক্ষীরা পৌরসভার ১নং ওয়ার্ডের অবহেলিত দরিদ্র নারী পুরুষদের আর্থ-সামজিক উন্নয়ন, জেন্ডার বৈষম্য, শিক্ষার মান উন্নয়ন, চিকিৎসা সুবিধা, নারী ও শিশু পাচার রোধ, শিশুশ্রম রোধ, বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ, শতভাগ সেনিটেশন নির্মিতকরণ, এছাড়া ভাগ্য পরিবর্তনের হাতিয়ার ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান ও সঞ্চয় মনোভাব বৃদ্ধি ইত্যাদি কর্মসূচি চালু করে। দিনদিন সমিতির মূলধন বৃদ্ধি পেতে থাকে। সমবায় বিভাগের স্ব-প্রণোদিত প্রচার ও আর্থিক স্বচ্ছতা ও জনগণের কাছে জবাবদিহিতার লক্ষ্যে ''সমবায় শক্তি, সমবায়-ই মুক্তি'' এই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রতিষ্ঠানটি সমবায় বিভাগের সুষ্ঠু দিক নির্দেশনার আলোকে পরিচালিত হওয়ার জন্য সমিতির উদ্যোক্তা সভাপতি তথা বর্তমান সভাপতি সাতক্ষীরা সদর উপজেলায় আসেন। উপজেলা সমবায় অফিসের তৎকালীন কর্মকর্তাগণ সমবায় সমিতি আইন, বিধিমালা এবং নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা মহোদয়ের মাঝেমাঝে জারীকৃত সার্কুলার ও পরিপত্র সম্পর্কে সম্যক ধারনা প্রদান করেন। তারা সমিতির অবস্থান সরেজমিনে পরিদর্শন, সদস্যগনের সাথে নিবিড় মতবিনিময় করতঃ সমিতিটিকে একটি সমবায় সমিতিতে রুপান্তরের সার্বিক পরামর্শ দিলে সমিতির সাধারণ সদস্যগণ অতি আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং সমবায় সমিতিতে রুপান্তরিত হওয়ার যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সমবায় বিভাগকে অনুরোধ করেন। সে ফলশ্রুতিতে সমিতিটি প্রথমে " সুন্দরবন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ" নামে সমবায় বিভাগ হতে নিবন্ধিত হয়। যার নিবন্ধন নং-১০৫/সাতঃ, তারিখঃ ২৮/০৬/২০০৯খ্রিঃ।

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

এ সমবায় সমিতির নিবন্ধন নং (মূল)-১০৫/সাতঃ, তারিখঃ ২৮/০৬/২০০৯খ্রিঃ। গ্রামঃ কাটিয়া, ডাকঃ সাতক্ষীরা, উপজেলাঃ সাতক্ষীরা সদর, জেলাঃ সাতক্ষীরা। প্রথমে সমিতিতে সদস্য সংখ্যা ছিল মাত্র ২০জন। সমবায় বিভাগের আন্তরিকতা ও আইনগত দিক নির্দেশনায় সমিতির কার্যক্রম দিনদিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। সমিতির কর্ম এলাকা সাতক্ষীরা সদর উপজেলা ব্যাপী। সমিতির কর্ম এলাকার মধ্যে বসবাসরত সদস্যগণ সমিতির কার্যক্রমে সন্তুষ্ট হয়ে সমিতির সদস্যপদ লাভের জন্য অধিক আগ্রহ প্রকাশ করতে থাকলে সমবায় বিভাগ কর্তৃক প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা কমিটি সদস্য বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেন। সদস্য সংখ্যা ১০২৪ জন। এ সমবায় সিমিতির অধিকাংশ সদস্যই মহিলা। যেহেতু অধিকাংশ সদস্যই মহিলা সেহেতু সমিতিটি মহিলা সমবায় সমিতিতে রুপান্তরিত হওয়ার আশা প্রকাশ করলে সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং সমবায় বিভাগের সার্বিক দিক নির্দেশনায় সমিতির উপ-আইন সংশোধনের মাধ্যমে মহিলা ক্যাটাগরীতে অন্তর্ভুক্ত হন। যার সংশোধিত নিবন্ধন নং-১১/সাতঃ, তারিখঃ ২৯/১১/২০১২খ্রিঃ। ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্মএলাকার মধ্য থেকে সমিতির কার্যক্রম সফলতার সাথে পরিচালনা করে যাচ্ছে। সমিতিটি অনেক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে। এর মধ্যে অনেকটাই বাস্তবায়িত হয়েছে এবং আরো অধিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে যা বাস্তবায়নাধীন যেমনঃ-

- ❖ সমবায় ভিত্তিতে নারী সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শেয়ার ও সঞ্চয়ের মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ করে লাভজনক প্রকল্পে বিনিয়োগ করা
- ❖ সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও সেবামূলক কাজে উদ্বুদ্ধকরণ।
- ❖ কম্পিউটর প্রশিক্ষণ, হাঁস-মূরগী ও গবাদি পশু পালন বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ দিয়ে এলাকার উন্নয়ন ঘটানো।
- ❖ সমাজকল্যাণ সংস্থা ও জনহিতকর সংগঠনের সহযোগিতায় পরিকল্পিত পরিবার গঠন, স্বাস্থ্য ও পুষ্টিসাধন, জাতীয় পশু সম্পদের উন্নয়ন, সংরক্ষণ এবং সুষ্ঠ পরিবেশ গঠনের লক্ষ্যে জাতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ করা।
- ❖ সমিতি ষ্টক ব্যবসার পাশাপাশি তার নিজস্ব জায়গায় আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী গ্রহণ করা।
- ❖ প্রশিক্ষণ ল্যাবে ডে-কেয়ার সেন্টার, আধুনিক যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধকরণ।
- ❖ সদস্যগণের সমবায় নীতি ও আদর্শের বিষয়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে পারস্পারিক সহযোগীতার মাধ্যমে সমবায় সংগঠন ভিত্তিক পরিকল্পিত জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করা।
- ❖ সভ্যগণের উৎপাদিত পণ্য ও দ্রব্য লাভজনকভাবে বাজারজাত করণের ব্যবস্থা করা।

- ❖ সভ্যগণের এবং তাদের সন্তান সন্ততিগণের উচ্চ শিক্ষার বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া ও প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া।
- ❖ পতিত জমি আবাদ, রাস্তাঘাট সংস্কার, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযানসহ নানা উন্নয়নমূলক জাতীয় কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করা।
- ❖ নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে সমাজে নারীদের প্রতিষ্ঠিত করা।

<u>নারীর ক্ষমতায়নে সমিতির উদ্যোগ ও ভূমিকা :</u>

নারীর ক্ষমতায়নে সমিতি তার কর্মএলাকার মধ্যে শিক্ষিত ও পিছিয়ে পড়া নারীদেরকে সমিতির সদস্য হিসেবে ভর্তি করে তাদেরকে সরকারী ও বে-সরকারী সংস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন ট্রেডে যেমন-কম্পিউটর প্রশিক্ষণ, হাঁস-মূরগী ও গবাদি পশু পালন বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। সরকারী বিভিন্ন জাতীয় দিবসে সমিতি অংশগ্রহণ করে সমিতির সদস্যদের দেশাত্ববোধ জাগ্রত করছে। সমিতিটি নারীর ক্ষমতায়নে আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে বেশ এগিয়ে আছে। এ সমিতিটির গৃহীত উদ্যোগ সমূহ সত্যিই প্রশংসনিয়, তথাঃ-

ক) আর্থিক ক্ষমতায়নঃ

প্রথম দিকে এ সমিতির আর্থিক অবস্থা খুব একটা ভালো ছিল না। মাত্র ২০০০০/-(বিশ হাজার) টাকা শেয়ার মূলধন নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে বর্তমানে সমিতিটির পরিশোধিত শেয়ার মূলধনের পরিমান ৯,১২,৬০০/-টাকা। প্রতিনিয়ত শেয়ার মূলধন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সদস্যদের জমাকৃত সঞ্চয় আমানতের পরিমান ৯৮২৫১৩৯/-টাকা, সংরক্ষিত তহবিল ৪৯৫৯৯/-টাকা, কু-ঋণ তহবিল ২২৭৯৪/-টাকা, সমবায় উন্নয়ন তহবিল ৫৭০/-টাকা, সদস্য কল্যাণ তহবিল ১৬৫৩০/-টাকা, সমাজ কল্যাণ তহবিল ১৬৫৩০/-টাকা, বীমা তহবিল ৩৩৬৬৭৫৮/-টাকা, মরণোত্তর তহবিল (সদস্য) ৪০৩৯১৮/-টাকা, দূর্যোগ তহবিল ১০০০০/-টাকা, ব্যাংক স্থিতি ৫৯৭২৭২/-টাকা। পুঞ্জিভূত অবণ্টিত লাভ ১৬৭২৪/-টাক। অদ্যবর্ষে সদস্যদের সঞ্চয়ের উপর ৩,১৯,৮৭৪/-টাকা এবং ১৫৫১৪/-টাকা শেয়ারের উরে লভ্যাংশ প্রদান করে। সমিতি রেকর্ডপত্র সংরক্ষণেও অধিক পারদর্শী এবং আন্তরিক। প্রথম দিকে সমিতির সদস্যগণ খুবই কষ্টে কার্যক্রম পরিচালনা করতো, সমিতির মূলধন বৃদ্ধি পাওয়ার পর সদস্যগণ সমিতি হতে নিজেদের অর্থ নিজেদের মধ্যেই স্বল্পলাভে ক্ষুদ্র ঋণ আকারে গ্রহণ করে তা পুনরায় সমিতিতে পরিশোধ করে, সমিতির মাধ্যমে সমবায় বিভাগ হতে ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও আঞ্চলিক সমবায় শিক্ষায়তন এবং বংলাদেশ সমবায় একাডেমী কোটবাড়ি, কুমিল্লা হতে সমিতির হিসাব সংরক্ষণ, সমবায় ব্যবস্থাপনা ও আয়বর্ধনমূলক বাস্তবধর্মী ফলপ্রসু প্রশিক্ষণ যেমন- দর্জি প্রশিক্ষণ, হস্তশিল্প, ব্লক-বাটিক, বুটিকস ইত্যাদি প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজেদের বাস্তবজীবনে প্রয়োগ করে অধিকাংশই সফলতার পথ খুঁজে পেয়েছেন। এ পর্যন্ত সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন প্রশিক্ষণে সমিতি হতে ৫০ জনের অধিক সদস্য প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন। বর্তমানে সমিতির কার্যকরী মূলধন ১,১৫,৭৩,৩৬২/-টাকা এবং মাঠে সদস্যগণের নিকট ঋণ পাওনা ৭১,৩৯,০৫১/-, স্থাবর সম্পত্তির মূল্য ১৭,৪৭,০০০/-টাকা। সমিতির নামে সাতক্ষীরা সদর উপজেলার কাটিয়া মৌজায় মোট ১১শতক জমি রয়েছে। যার বর্তমান বাজার মূল্য আনুমানিক ১,০০,০০,০০০/-(এক কোটি) টাকার উর্দ্ধে। সমিতি সাতক্ষীরা পৌরসভা হতে জমি বন্দোবস্ত নিয়ে ইতোমধ্যে সেখানে দ্বিতল ভবণ নির্মাণ করা হয়েছে, যা সমিতির উত্তরোত্তর সাফল্যের পরিচায়ক। ভবনের মূল্য ১২,৩৭,৬৩৯/-টাকা। এখন সমিতি তার অধিভুক্ত সদস্যগণকে চাহিদা অনুযায়ী নিজেরাই ও প্রয়োজনে সমবায় বিভাগের সাথে সমন্বয় করেই প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। পরিবারে স্বামীর কাজে আর্থিক সহযোগীতা করে প্রত্যেক সদস্যের পরিবার আগের তুলনায় অনেক স্বচ্ছল। সমিতিতে বর্তমানে বেতনভূক্ত কর্মচারীর সংখ্যা ০৫জন এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ৩১০০ জনের অধিক নারী উপকৃত হয়েছেন। পর্যায়ক্রমে উন্নয়নের ধারায় সংযুক্ত থেকে আর্থিক অবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্রের বেড়াজাল থেকে মুক্ত হয়ে অর্থনীতির মূলধারায় অংশগ্রহণ করছে।

খ) সামাজিক ক্ষমতায়নঃ-

সমিতির সদস্যবৃন্দ শুধুমাত্র আর্থিক কাজে সীমাবদ্ধ না থেকে বিভিন্ন ধরণের সামাজিক কার্যক্রমে স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহণ করে থাকে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও জাতীয় দিবস সমূহে অংশগ্রহণ করে দেশ, সমাজ ও জাতি গঠনে এই সমিতি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। ইতোমধ্যে জেলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা মহোদয় কর্তৃক গৃহীত "গ্রিন সাতক্ষীরা, ক্লিন সাতক্ষীরা" তথা পরিচ্ছন্নতা ও পরিবেশ সংরক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে সমিতিটি ভূয়সী প্রশংসা কুড়িয়েছে। এ মহিলা সমবায় সমিতির নারী সদস্যগণ এখন অধিক সচেতন, নারীর প্রতি যেকোন ধরণের সহিংসতা মোকাবেলায় তারা অধিক স্বোচ্চার। বিভিন্ন ধরণের সামাজিক কুসংস্কার যেমন- বাল্য বিবাহ, মাদক গ্রহণ, তালাক, চুরি ইত্যাদির মতো ন্যাক্করজনক ঘটনাবলী সমিতি তার নিজস্ব উদ্যোগ ও স্থানীয় প্রতিনিধিদের সহযোগিতায় সমাধান করতে পারে। এর ফলে একদিকে যেমন সমাজে মূল্যায়িত হচ্ছেন, অন্যদিকে নারীর ক্ষমতায়ন হচ্ছে। সামাজিকভাবে মূল্যায়িত হচ্ছে বিধায় সমাজের প্রতিটি কার্যক্রমে তারা ক্ষমতার চর্চাসহ বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে পারছে। এর ফলে বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিরাজমান ও দৃশ্যমান প্রশংসনীয় কার্যাবলী যেমন- কোভিড- ১৯ এ সমিতি তার নিজিস্ব অর্থায়নে মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, সাবান ও অভাব গ্রস্থদের মাঝে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ করে সহযোগীতার হাত প্রসারিত করেছেন। সমিতির মাধ্যমে স্থানীয় ক্লিনিক, হাসপাতাল ও বিভিন্ন ডায়াগনস্টিক সেন্টারে স্বল্প খরচে রোগ নির্নয়সহ ব্যবস্থাপত্র পাওয়ার পথ সুগম হয়েছে এবং স্থানীয়ভাবে গভীর নলকুপ সরবরাহ করে সদস্যদের সুপেয় পানির সমস্যার সমাধানে সক্ষম হয়েছে। সরকারের গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ যথাযথভাবে পালনে বদ্ধপরিকর। সমিতি বয়স্ক নারী ও পুরুষদের বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, মাতৃত্বকালীন ভাতা পাওয়ার জন্য সরকারী অফিসের সাথে তাদেরকে যোগাযোগ করে সহযোগিতা করে থাকে।

গ) রাজনৈতিক ক্ষমতায়নঃ

রাজনৈতিক কর্মকান্ডেও সমিতিটি কোন ক্রমেই পিছিয়ে নাই। সমবায় সমিতির মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞান, বিভিন্ন সভা আহ্বান পদ্ধতি, নির্বাচন, ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করে বাস্তবে রাজনৈতিক অঙ্গানেও সমিতিটি অধিক সফলতা আনছে। কিভাবে একটি গণতান্ত্রিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে হয়, তা তারা এ সমবায় সমিতি হতে শিখেছে। কারন এখানে আছে ব্যবস্থাপনা, নির্বাচন, সভা আহ্বান, গণতান্ত্রিক সদস্য নিয়ন্ত্রন সহ ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার নিগুঢ় তথ্য। সমিতিটি অদ্যবর্ষে নিয়মানুযায়ী ১৮টি ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা, ১৪/১১/২০১৯খ্রিঃ তারিখের বার্ষিক সাধারন সভা সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালার আলোকে নিজেরাই সম্পাদন করেছেন। সমিতিতে বিগত ২০/০৬/২০১৯খ্রিঃ তারিখে ব্যবস্থাপনা

কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় ২২/০৬/২০১৯খ্রিঃ। বর্তমান ব্যবস্থাপনা কমিটির মেয়াদ ২১/০৬/২০২২খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বহাল থাকবে। ব্যবস্থাপনা কমিটি নিম্নরুপঃ

ক্রঃ নং	ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের নাম	পদবী	নির্বাচিত হওয়ার তারিখ	মন্তব্য
১	জনাব ফরিদা তুজরিয়া	সভাপতি	২০/০৬/২০১৯খ্রিঃ	১ম মেয়াদ
২	জনাব মোছাঃ আমেনা বেগম	সহ-সভাপতি	২০/০৬/২০১৯খ্রিঃ	১ম মেয়াদ
৩	জনাব আসমাউল হুসনা	সম্পাদক	২০/০৬/২০১৯খ্রিঃ	১ম মেয়াদ
৪	জনাব আইরিন পারভীন	কোষাধ্যক্ষ	২০/০৬/২০১৯খ্রিঃ	১ম মেয়াদ
৫	জনাব মোছাঃ ফতেমা রহমান	সদস্য	২০/০৬/২০১৯খ্রিঃ	১ম মেয়াদ
৬	জনাব মোছাঃ হেলেনা পারভীন	সদস্য	২০/০৬/২০১৯খ্রিঃ	১ম মেয়াদ

সমিতির বিগত ব্যবস্থাপনা কমিটির সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালা মোতাবেক ০৩টি মেয়াদ পূর্ণ হওয়ায় বিদ্যমান কমিটিই সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটিতে ১ম মেয়াদ অতিবাহিত করছেন। বিগত ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি রাজনৈতিক সংগঠণের সাথে সক্রিয় সম্পৃক্ত থেকে আসন্ন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

সমিতির প্রাতিষ্ঠানীকরণে গৃহীত পদক্ষেপ :

সদস্যদের মাঝে স্বচ্ছতা ও আস্থা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান, মাসিক সভা, অডিট সম্পাদন এবং বার্ষিক সাধারণ সভা নিয়মিত করা হয়। সর্বশেষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ২০/৬/২০১৯ খ্রি.। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে মোট ১৮টি মাসিক সভা করা হয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের অডিট সম্পাদন করা হয়েছে ০৪/০২/২০২১খ্রি. তারিখে। সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালা মোতাবেক সমিতিটি যথাযসময়ে বার্ষিক সাধারণ সভা আহবানে তৎপর। সমিতির নিজস্ব অফিস সম্মুখে সমবায় অধিদপ্তরের নির্দেশনা মোতাবেক সমিতির নামীয় সাইনবোর্ড রয়েছে। রেকর্ডপত্র সংরক্ষণের বিষয়ে ব্যবস্থাপনা কমিটির কর্মতৎপরতা সত্যিই চোখে পড়ার মতো। সমিতিটির জন্মলগ্ন থেকে প্রত্যেক আর্থিক বছরেই ভিন্ন ভিন্ন নথিতে রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ করে থাকে যা তাদের হিসাবের স্বচ্ছতার বহিঃ প্রকাশ ঘটায়।

সমিতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

সমিতিটি তার কার্যক্রমকে অধিক গতিশীল ও সফল করার প্রত্যয়ে নানামূখী কার্যক্রম গ্রহণ করছে। প্রাথমিক অবস্থা থেকে সমবায় বিভাগের মাধ্যমে অনুপ্রাণিত হয়ে ধীরে ধীরে মূলধন সংগ্রহ করে সমবায়ের মাধ্যমে লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করে বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছে। বিষয়টি অতীব প্রশংসনীয়। সমিতিটিকে খুলনা বিভাগের অন্যতম সমবায় প্রতিষ্টানের মর্যাদা লাভের নিমিত্তে অনেক ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গ্রহন করেছে যা স্বাভাবিক কার্যক্রম থেকে ব্যতিক্রম যেমনঃ সমিতি আগামীতে ঋণ কার্যক্রমের পাশাপাশি ভোগ্যপন্য স্কিম চালূ করবে, এছাড়া সমিতি ষ্টক ব্যবসার পাশাপাশি তার নিজস্ব জায়গায় আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী গ্রহণ করবে-যা প্রক্রিয়াধীন আছে।

সমবায় প্রতিষ্ঠান যেহেতু একটি সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও দেশের অর্থনৈতিক চালিকা শক্তির অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে সমবায় সমিতি স্বীকৃত ও বাংলাদেশ সংবিধানের একটি স্বীকৃতখাত সেহেতু এ ধরণের মহিলা সমবায় সমিতিকে সরকারিভাবে আর্থিক সহযোগীতা করলে সাতক্ষীরা জেলার এ সমবায় সমিতিটি দেশের সার্বিক উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখতে পারবে।

উপসংহার:

সমিতিটি অত্র এলাকার অবহেলিত ও নিম্নশ্রেণীর মহিলাদের জীবন মান উন্নয়নের লক্ষে বিভিন্ন আত্মসচেতনতা মূলক প্রশিক্ষণ প্রদান ও জনসচেতনতামূলক কর্মকান্ড, কর্মসংস্থান ও স্ব-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে অনগ্রসর মহিলা ও তাদের পৌষ্যদের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করে আসছে। এর ফলে আলোচ্য সমিতি একদিন সাফল্যের সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছাবে।

১) সমিতি পরিদর্শন করছেন,জনাব মুহাম্মদ মিজানুর রহমান উপ-নিবন্ধক(সমিতি ব্যবস্থাপনা) বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, ঢাকা, মহোদয়।

২)সমিতির পক্ষ থেকে বিনা মূল্যে মাস্ক, স্যানিটাইজার ও সাবান বিতরণ।

৩) সমিতির নিজস্ব উৎপাদিত হস্তশিল্পের সামগ্রীর স্টল।